প্রথম আলো

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

সরকারি খরচে করা বগুড়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এখন বিয়ামের

জস্ব প্রতিবেদক, *বগুড়া*

াষ পর্যন্ত বগুড়া মডেল স্কুলকে বিয়াম ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করা য়েছে। সাবেক শিক্ষাসচিব শহীদুল আলম এই ফাউন্ডেশনের হাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

সরকারি অর্থায়নে বিদ্যালয়টির নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর রকারের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা থাকলেও এটি নিজস্ব অর্থায়ন ও বস্থাপনায় পরিচালিত হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে স্থাপিত অন্য মডেল লগুলো সেভাবেই পরিচালিত হচ্ছে।

বগুড়ার মডেল স্কুলটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করায় স্থানীয় ক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট নন। তারা মনে করছেন, সরকারের কটি প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় মডেল স্কুল স্থাপন এবং চালুর পর তা উন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করা উচিত হয়নি।

১৯৯৯ সালে 'ঢাকা মহানগরীসহ দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে ১১টি ডেল বিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। বর্তমান সরকার মতায় আসার পর বিভাগীয় শহর না হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় ুড়ায় মডেল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। প্রায় ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে র কাজ শুরু হয় গত ২০০৩ সালে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ই বছরের ২১ আগস্ট বগুড়ায় এসে বিদ্যালয়টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে বগুড়া মডেল স্কুলে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরুর পর ব্যাপক সাড়া মেলে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসেই এক প্রজ্ঞাপনে প্রতিষ্ঠানটিকে (বিয়াম) ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। গত ৩০ জুলাই বগুড়া সার্কিট হাউসে এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে বিয়াম ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রকল্পের পরিচালক সারোয়ার খান বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে স্কুলটি বিয়াম ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারি অর্থায়নে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার অর্থ এই নয় যে, বিদ্যালয়টি সরকারি। এর অবকাঠামো নির্মাণ এবং চালু করে দেওয়া পর্যন্তই সরকারের কাজ ছিল। আগামী ডিসেম্বরে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে তা এমনিতেই বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত হতো।

মডেল স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুব্রত কুমার সাহা *প্রথম আলোকে* জানান, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গত ৩০ জুলাই বিয়াম ফাউন্ডেশনের কাছে বিদ্যালয়টি হস্তান্তর করা হয়। তিনি এর বাইরে কোনো কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

বগুড়ায় বিয়াম স্কুলের পরিচালক আবদুর রহমান জানান, এখন থেকে বিদ্যালয়টি 'বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ' নামে পরিচালিত হবে।